بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.) এর মহান মর্যাদার অধিকারী বদরী সাহাবী হযরত মিসতা বিন আসাসার স্মৃতিচারণ

হযরত মিসতা বদরসহ বাকি সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। একটি বড় পদমর্যাদা ছিল। তার পরিণতিও শুভ হয়েছে। তার এই মর্যাদাকে আল্লাহ্ তা'লা অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজকে হযরত মিসতা বিন আসাসার স্মৃতিচারণ হবে। তার নাম ছিল অউফ আর উপাধি ছিল মিসতা। তার মা হযরত উম্মে মিসতা ছিলেন সালমা বিন সাখার, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর খালা হযরত রায়েতা বিনতে সাখারের কন্যা ছিলেন। হযরত মিসতা বদরসহ বাকি সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হিজরতের আট মাস পর মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসকে ষাটজন বা ভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে আশিজন অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসের জন্য একটি সাদা রঙের পতাকা বাধেন বা পতাকা বানান, যা হযরত মিসতা বিন আসাসা বহন করেন। এই সারিয়াঅভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশের বাণিজ্য কাফেলাকে পথে বাধাগ্রস্ত করা। এই কুরায়েশ কাফেলার আমীর ছিল আবু সুফিয়ান। এই কাফেলার সদস্য সংখ্যা ছিল দুইশত, যারা বাণিজ্য পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল। সাহাবীদের জামাত রাবেক উপত্যকায় তাদের ধরে ফেলে। এটি নিছক বাণিজ্য কাফেলা ছিল না বরং সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল, এই ব্যবসায় যে আয় হতো তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার ছিল। ঘটনাপ্রবাহ থেকে বুঝা যায় যে, তাদের পুরো প্রস্তুতি ছিল। যাহোক তারা যখন সেখানে পৌঁছেন তখন উভয় পক্ষের মাঝে তির আদান প্রদান ছাড়া আর কোন মোকাবেলা হয় নি। তারাযুদ্ধের জন্য যথারীতি সারিবদ্ধ হয় নি। এই ঘটনার সময় হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ এবং হযরত উয়াইনা বিন গাযওয়ান, মতান্তরে বা ইবনে হিশাম এবং তাবরীর ইতিহাস অনুসারে উতবা বিন গাযওয়ান মুশরেকদের দল থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হন কেননা তাদের উভয়ে পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুশরেকরা মুসলমানদের দেখে এতটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা ধারণা করে, মুসলমানদের অনেক বড় সৈন্যবাহিনী রয়েছে যারা তাদের সাহায্য করতে পারে। তাই তারা ফিরে যায় আর মুসলমানরাও তাদের পিছুধাওয়া করে নি, কেননা যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করা ছিল উদ্দেশ্য। খায়বার এর অভিযানের সময় মহানবী (সা.) হযরত মিসতাকে এবং হযরত ইবনে ইলিয়াসকে পঞ্চাশ ওয়াসাক খাদ্যশস্য প্রদান করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩৪ হিজরীতে ৫৬ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে। এটিও বলা হয় যে, তিনি হযরত আলীর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হযরত আলীর সাথে সিফফিনের যুদ্ধে যোগদান করেন। আর সে বছরই ৩৭ হিজরীতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

হযরত মিসতা হলেন সেই ব্যক্তি যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন হযরত আবু বকর (রা.)। অর্থাৎ তার ওপর এই দায়িত্ব ছিল। কিন্তুহযরত আয়েশার ওপর যখন অপবাদ আরোপ করা হয় তখন হযরতমিসতাও অপবাদ আরোপকারীদের সাথে যোগ দেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.)শপথ করেন যে, ভবিষ্যতে এর ভরণপোষণ আর করবেন না। তখন কুরআন শরীফে এই আয়াত নাযেল হয়-

وَلَا يَأۡتَلِ أُولُوا الۡفَضۡلِ مِنۡكُمۡ وَالسَّعَةِ أَنۡ يُّؤۡتُوۡا أُولِي الۡقُرۡبٰى وَالۡمَسٰكِيۡنَ وَالۡمُهٰجِرِيۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۖ وَلۡيَعۡفُوۡا وَلۡيَصۡفَحُوۡا ؕ أَلَا تُحِبُّوۡنَ أَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ○

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা সাধ্য এবং সামর্থ্য রাখে তারা যেন নিকটাত্মীয়, মিসকিন এবং আল্লাহ্র পথে তকারীদের কছু না দেয়ার শপথ না করে। তাদের উচিত ক্ষমা এবং মার্জনা করা। তেমারা কি পছন্দ করবে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের

ক্ষমা করুন। আর আল্লাহ্‌তা'লা অতীব ক্ষমাশীল বার বার দয়াকারী।
যাহোক এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার ফলে হযরত আবু বকর পুনরায় তার ভরণপোষণ দেওয়া আরম্ভ করেন। আল্লাহ্‌ তা'লা যখন হযরত আয়েশার নির্দোষ হওয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযেল করেন তখন অপবাদ আরোপকারীদের শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশার ওপর অপবাদ আরোপকারী যেসব সাহাবীদের চাবুকাঘাত করিয়েছিলেন তাদের মাঝে হযরত মিসতাও ছিলেন।
বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত অনুসারে ইফ্‌কের ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই ঘটনার বিশদ বিবরণের একটি গুরুত্বও আছে, তাই আমি তা তুলে ধরছি, মহানবী (সা.) যখন কোন সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন আরযার নামে লটারি বের হতো তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তিনি (সা.) তাঁর এক অভিযানে যাওয়ার প্রাক্কালে আমাদের মাঝে লটারি করেন, আমার নামে লটারি বের হয়। আমি তাঁর সাথে যাই। তখন পর্দা সংক্রান্ত নির্দেশ এসে গিয়েছিল। আমাকে হাওদায় বসানো হতো আর হাওদাসহ নামানো হতো। উটের ওপর আরোহী বসানোর জন্য বানানো পর্দাবৃত বিশেষ জায়গাকে হাওদা বলা হয়। আমরা এভাবেই সফররত ছিলাম। মহানবী (সা.) যখন তাঁর এই অভিযান শেষে ফিরতি সফরে ছিলেন তখনএক রাতে আমরা মদীনার অদূরেই ছিলাম। তিনি (সা.) যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মানুষ যখন যাত্রার ঘোষণা দেয় আমিও যাত্রা করি আর বাহিণীকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাই। তিনি বলেন যে, আমি পায়ে হেঁটেই যাত্রা করি। যখন আমি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে ফিরে আসি, অর্থাৎ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনে এক দিকে চলে যান। এরপর আমার হাওদার কাছে আসি আর আমার বক্ষে হাত দিয়ে দেখি যে, আমার যাফফারের কালো পাথরের মূল্যবান গলার হার খুলে পড়ে গেছে। একটি হার পরিহিতা ছিলেন, তা খুলে পড়ে যায়। আমি হার সন্ধানের জন্য ফিরে যাই আর এই সন্ধানে রত থাকি, সময় লেগে যায়। ততক্ষনে যারা আমার উট প্রস্তুত করতো, তারা আসে এবং সেই হাওদা উঠিয়ে উটের পিঠে সংস্থাপন করে যাতে আমি বসতাম। এটি খালি ছিল কিন্তু তারা ধরে নিয়েছে যে, আমি ভিতরেই আছি। কেননা, আমি হাল্কা ছিলাম। তারা উটকে উঠিয়ে হাঁটানো আরম্ভ করে আর নিজেরাও যাত্রা করে। পুরো বাহিনী যখন চলে যায় ততক্ষণে আমি আমার হারও খুঁজে পেয়ে যাই। আমি আমাদের অবস্থানস্থলে ফিরে আসি। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। এরপর আমি সেই জায়গায় যাই যেখানে আমি অবস্থান করছিলাম। আমি ভাবলাম যে, তারা আমাকে না পেলে সেখানে ফিরে আসবে। আমি বসেছিলাম, ইত্যবসরে আমার ঘুম পায়আর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সাফওয়ান বিন মুআত্তাল সালামী যাকওয়ানী সৈন্যবাহিনীর পিছনে থাকতেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তি পিছনে থাকতো এটি দেখার জন্য যে, কাফেলা প্রস্থানের পর কোন জিনিস রয়ে যায় নি তো। তিনি বলেন, তিনি আমার অবস্থানস্থলে এসে এক ঘুমন্ত মানুষ দেখতে পান আর আমার কাছে আসেন। পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি এসে ইন্নালিল্লাহ্‌ পড়েন। তার ইন্না লিল্লাহ্‌ পড়ার শব্দ শুনে আমি জেগে উঠি। তিনি তার উটনী আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং সেটিকে বসান। তিনি উটের লাগাম ধরে পায়ে হাঁটতে থাকেন। তিনি বলেন, আমরা সৈন্যবাহিনীর সাথে তখন মিলিত হই যখন তারা ঠিক দুপুরে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি দেয়। এরপর যার ধ্বংস হওয়ার ছিল সে ধ্বংস হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই ঘটনাকে পুঁজি করে কেউ কেউ অপবাদ আরোপ করা আরম্ভ করে, বিভিন্ন অমূলক কথা হযরত আয়েশার প্রতি আরোপ করতে থাকে। আর এই মিথ্যা অপবাদের হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই বিন সলুল। আমরা মদীনায় পৌঁছি। সেখানে আমি এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। মানুষ অপবাদ আরোপকারীদের কথা বলাবলি করতে থাকে। এই অসুস্থতার সময় যে কথা আমার হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করত তাহলো-আমার প্রতি মহানবী (সা.) এর সেই স্নেহ দেখতাম না যা সচরাচর অসুস্থতার সময় আমি দেখে অভ্যস্ত ছিলাম। এই কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, অপবাদ আরোপ করা হয় আর কথা জানাজানি হয়। এই কথা মহানবী (সা.) এরও কর্ণগোচর হয়। অসুস্থতার সময় মহানবী (সা.)এর আমার প্রতি যে ব্যবহার ছিল তা পূর্বের মতো ছিল না। তিনি শুধু ভিতরে আসতেন, আসসালামু আলাইকুম বলতেন আর জিজ্ঞেস করতেন যে, সে কেমন আছে। এই অপবাদের কোন ধারণাই আমার ছিল না। এক পর্যায়ে আমি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি কিন্তু চরম দুর্বলতা ছিল। আমি এবং উম্মে মিসতা বিনতে আবি রুহম যাচ্ছিলাম। তখন তার ওড়না আটকে যায় আর তিনি হোঁচট খান। তিনি বলেন, মিসতার দুর্ভাগ্য। আমি তাকে বললাম যে, কী বাজে কথা বলছো। তুমি কি এমন ব্যক্তিকে বাজে কথা বলছো যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সে বললো হে আত্মভোলা মেয়ে! মানুষ যে অপবাদ আরোপ করছে, তুমি কি তা শোন নি। তখন সে আমাকে অপবাদ আরোপকারীদের কথা খুলে বলে যে, তোমার প্রতি এই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি সবে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলাম। দুর্বলতা তো ছিল, কিন্তু এ কথা শুনে আমার রোগের কষ্ট বৃদ্ধি পায়। ঘরে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন, আমাকে আসসালামু আলাইকুম বলেন এবং জিজ্ঞেস করেন তুমি কেমন আছ। আমি বললাম, আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি (সা.) আমাকে অনুমতি প্রদান করেন আমি আমার পিতামাতার কাছে আসি। আমি আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম মানুষ কী গুজব ছড়াচ্ছে। আমার মা বলেন, হে আমার কন্যা! এই কারণে নিজের প্রাণকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিও না, নিশ্চিন্ত থাক। আল্লাহ্‌র কসম, বিরলই এমনটি হয়ে থাকবে যে, কোন ব্যক্তির সুন্দরী স্ত্রী থাকবে, যাকে

সে ভালোও বাসবে, আবার তার সতীনও থাকবে অথচ তার বিরুদ্ধে মানুষ গুজব ছাড়াবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি সেই রাত এমনভাবে অতিবাহিত করি যে, প্রভাত পর্যন্ত আমার চোখের পানি থামে নি, এত বড় অপবাদ আমার প্রতি আরোপ করা হয়েছে! সারারাত আমার ঘুম আসেনি আর আমি কাঁদতে থাকি। সকালে যখন উঠি মহানবী (সা.) আলী বিন আবি তালেব এবং ওসামা বিন যায়েদকে ডাকেন। ওহীর অবতরণ বন্ধ থাকার যুগে, নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ সম্পর্কে তাদের উভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য তিনি তাদেরকে ডাকেন। অর্থাৎ এই অপবাদ দেয়া হয়েছে, এখন তাকে রাখবো কি রাখবো না- এই পরামর্শ করার জন্য ডাকেন। মহানবী (সা.) এর নিজের স্ত্রীদের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল সেই ভালোবাসার ভিত্তিতে ওসামা পরামর্শ দেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা আপনার স্ত্রী। আল্লাহ্‌র কসম আমরা তাদের সম্পর্কে পুণ্য ছাড়া আর কিছু জানি না। তাদের কোন ত্রুটি আমরা দেখি নি। হযরত আয়েশা বলেন, আর আলী বিন আবি তালেব বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদা তা'লা আপনাকে কোন অভাবে রাখেন নি। হযরত আলী কিছুটা গরম স্বভাবের ছিলেন। তাই পরামর্শ দেন যে, আপনাকে আল্লাহ্ তা'লা কোন অভাবে রাখেন নি। তিনি ছাড়া আরো অনেক মহিলা রয়েছে। এরপর হযরত আলী বলেন, তার সেবিকাকে জিজ্ঞেস করুন, অর্থাৎ হযরত আয়েশার যে সেবিকা ছিল তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, তিনি কেমন ছিলেন। সে আপনার সামনে সত্য কথা তুলে ধরবে। মহানবী (সা.) তখন তার সেবিকা বারীরাকে ডাকেন। তিনি বলেন, হে বারীরা! তুমি তার মাঝে, অর্থাৎ হযরত আয়েশার মাঝে, এমন কোন বিষয় দেখেছ কি যা তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে? বারীরা বলেন, আদৌনয়। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি হযরত আয়েশার ভেতর এর বেশি কিছু দেখি নি যাকে আমি তার দোষ মনে করতে পারি।

এটি শুনে মহানবী (সা.) সেদিন সাহাবীদের সম্বোধন করেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, কেননা সে-ই এই গুজব ছড়িয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, এমন ব্যক্তিকে কে সামলাবে যে আমার স্ত্রীর বরাতে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি আল্লাহ্‌র কসম খাচ্ছি যে, আমার স্ত্রী সম্পর্কে পুণ্য ছাড়া আর কোন কিছুর অভিজ্ঞতা আমার নেই। আর তারা এমন ব্যক্তির কথা বলেছে যার সম্পর্কেও নেকী ছাড়া আমার আর কিছু জানা নেই। অর্থাৎ যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তার কথা হচ্ছে, তিনি যখন আমার ঘরে আসতেন তখন আমার সাথেই আসতেন। এটি শুনে হযরত সাদ বিন মায দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদার কসম, আমি সে ব্যক্তির কাছ থেকে আপনার প্রতিশোধ নেব যে এ অপবাদ আরোপ করেছে। যদি সে অউস গোত্রের হয় তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে আপনি যে নির্দেশ দেবেন আমরা তা পালন করব। তখন সাদ বিন উবাদা দাঁড়িয়ে যান, আর তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি বলেন যে, তুমি ভুল বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তাকে মারবে না আর এমন করার সামর্থ্যও তোমার নেই। বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। তখন উসায়েদ বিন হুযায়ের দাঁড়িয়ে যান,অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিও দাড়িয়ে যায়, আর তিনি বলেন, তুমি ভুল বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম যে-ই এই অপবাদ আরোপ করেছে আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করব। এমনকি তিনি এ কথা বলে বসেন যে, তুমি তো মুনাফেক, তাই মুনাফেকদের পক্ষে ঝগড়া করছ। এতে অউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে, একে অপরের প্রতি ক্ষেপে যায়, রেগে যায়, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়, অর্থাৎ আরম্ভ হয়নি বরং আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়। মহানবী (সা.) মিম্বরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি নিচে নেমে আসেন। তাদেরকে স্তিমিত করেন। তারা থেমে যায়। মহানবী (সা.)ও নিশ্চুপ হয়ে যান। হযরত আয়েশা বলেন, আমি সারাাদিন কাঁদতে থাকি। আমার অশ্রুও থামতো না আর ঘুমও আসতো না। আমার পিতামাতা আমার কাছে এসে যান। দুই রাত এবং একদিন আমি এত কাঁদি যে, আমার আশঙ্কা হয়, এই ক্রন্দন আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। আমি ধ্বংস হয়ে যাব বা আমি মারা যাব। আমি ঐ অবস্থাতেই ছিলাম যে, মহানবী (সা.) ভিতরে আসেন এবং বসে পড়েন। হযরত আবু বকরের ঘরে আর যেদিন আমার ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি (সা.) আমার কাছে বসেন নি। সেদিন বসেছেন, এর পূর্বে বসেন নি, আমার খবরাখবর নিয়ে চলে যেতেন বা দাসীর কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন, আর যখন বাবার বাড়ি চলে আসি তখন সেখানে জিজ্ঞেস করতেন। যাহোক তিনি বলেন, সেদিন আসেন আরআমার কাছে বসেন। তিনি এক মাস অপেক্ষমান ছিলেন। আমার সম্পর্কে তার প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। হযরত আয়েশা বলেন, মহানবী (সা.) তাশাহুদ পড়েন এবং আমাকে বলেন যে, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এই কথা আমার কানে এসেছে, প্রথমবার মহানবী (সা.)হযরত আয়েশার সাথে কথা বলেন,তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা প্রকাশ করে দিবেন, আর যদি তোমার পক্ষ থেকে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর সন্নিধানে তওবা কর, কেননা বান্দা যখন নিজের পাপ স্বীকার করে এবং এরপর অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়াদ্র হন। মহানবী (সা.) যখন কথা শেষ করেন তখন আমি আমার পিতাকে বললাম যে, আপনি মহানবী (সা.)-কে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম, আমি জানি না যে, আমি মহানবী (সা.) কে কী বলব, আর কী উত্তর দিব। তুমি তো এটিইচাও যেন আমি তোমার নির্দোষ হওয়ার সাক্ষ্য দিই। এরপর আমি আমার মাকে বললাম, আপনিই মহানবী (সা.)-কে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন। তিনিও এই উত্তরই দেন। আমি আঁ হযরত (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলাম এখন আমি যদি আপনাদের বলি যে,

আমি নির্দোষ, আমি এমন কিছুই করি নি,আর খোদা তা'লা জানেন যে, আমি সত্যিই নির্দোষ, আপনারা বিশ্বাস করবেন না যে, আমি সত্য বলছি। আর আমি যদি কোন কথা আপনাদের সামনে স্বীকার করি অথচ আল্লাহ্ জানেন যে, আমি নির্দোষ, আর আমি এমন কোন কাজ করি নি, এমন কোন অপকর্ম করিনি, তাহলে আপনি আমার এই স্বীকারোক্তিকে সত্য মনে করে বসবেন। খোদার কসম, আমি আপনার এবং আমার মধ্যকার বিষয়টির জন্য ইউসুফের পিতার বিষয় ছাড়া আর কোন তুলনা খুঁজে পাই না। তিনি বলেছিলেন যে, ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম আর আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত। এরপর আমি সেখান থেকে উঠে যাই আর আমার বিছানায় চলে আসি। আর আমি আশা করছিলাম যে, খোদাতা'লা আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন। হযরত আয়েশা বলেন, খোদার কসম, তিনি (সা.) নিজের আসন থেকে তখনও উঠেননি আর নবী-পরিবারেরও কেউ বাইরে যায় নি, এমন সময় তাঁর প্রতি ওহী হয়। ওহী অবতরণকালে তাঁর যে মারাত্মক কষ্ট হতো তিনি সেই কষ্টের সম্মুখীন ছিলেন। ওহী অবতরণকালে তাঁর এতো ঘাম ঝরতো যে, শীতকালেও তার পবিত্র বদন থেকে মুক্তো সদৃশ বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরতো। ওহীর এই অবস্থা যখন মহানবী (সা.) এর ওপর থেকে অপসৃত হচ্ছিল তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। আর প্রথম কথা যা তিনি বলেছেন তা হলো, আয়েশা!তুমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নির্দোষ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, তখন আমার মা বলেন, উঠ, মহানবী (সা.) এর কাছে যাও। তিনি বলেন, মোটেই নয়, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না, আর আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না। আল্লাহ্ তা'লা এই ওহী করেছেন যে, যারা অপবাদ আরোপ করেছে তারা তোমাদেরই গুটিকতক ব্যক্তি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত আয়েশার এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে অতিরিক্ত যা লিখেছেন তা হলো, বুখারীতে এটি ছিল যে, হযরত আয়েশা বলেন, তিনি উটের উভয় হাঁটুর ওপর নিজের পা রাখেন যেন উট হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যেতে না পারে। আমি উটে আরোহন করি।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনায় অতিরিক্ত যা লিখেছেন তা বর্ণনা করছি - তিনি লেখেন যে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে এই হইচই এতটা ছড়িয়ে পড়ে যে, অজ্ঞতাবশত কিছু সাহাবীও তাদের দলে যোগ দেয়। তাদের মাঝে একজন হলেন হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত, দ্বিতীয় জন হলেন হযরত মিসতা বিন আসাসা, অনুরূপভাবে এক মহিলা সাহাবী হামনা বিনতে জাহাশও ছিলেন যিনি মহানবী (সা.) এর শ্যালিকা ছিলেন। এই ঘটনার কারণে হযরত আয়েশা (রা.) যেহেতু সুগভীর মর্মযাতনা পেয়েছিলেন। আর এই মর্মযাতনার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং যখন তিনি এই মুনাফেকদের কথা অবগত হন তখন তার অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এক জায়গায় খুতবায় এটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশার ওপর অপবাদ আরোপের কারণে তিন ব্যক্তিকে চাবুক মারা হয়েছিল। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হাস্‌সান বিন সাবেত। তিনি মহানবী (সা.) এর সব চেয়ে বড় কবি ছিলেন। একজন ছিলেন মিসতা। তিনি হযরত আবু বকরের খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি এত দরিদ্র ছিলেন যে, হযরত আবু বকরের ঘরেই থাকতেন, সেখানেই খাবার খেতেন আর তিনিই তার জন্য পোশাকও সরবরাহ করতেন। এছাড়া একজন মহিলাও ছিল। এই তিন জনেরই শাস্তি হয়েছে। আর সুনানে আবু দাউদেও এই শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। যহোক কারো কারো মতে এই শাস্তি হয়েছে আর কারো করো মতে হয় নি। শাস্তি হয়েছে কি হয়নি তা ভিন্ন কথা কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জাগতিক শাস্তি যা পাওয়ার ছিল তা পেয়েছেন। আর আমি যেভাবে বলেছি, পরবর্তী যুদ্ধগুলোতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তার অর্থাৎ মিসতার একটি বড় পদমর্যাদা ছিল। তার পরিণতিও শুভ হয়েছে। তার এই মর্যাদাকে আল্লাহ্ তা'লা অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 14 December 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B